



10498 - উটপাখি জবাই করা হলে এর মাংস খাওয়া জায়যে

প্রশ্ন

উটপাখি মাংস খাওয়া কি জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ, আপনাদের জন্য উটপাখি মাংস খাওয়া জায়যে। কারণ আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুকে বান্দাদের সর্বোয় নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন বলে উল্লেখ করছেন।

যে সমস্ত প্রাণী খাওয়া হালাল সগেলোকো সীমাবদ্ধ করা কঠিন। সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে মূল বধিান হলো: সামগ্রিক বিবেচনায় হালাল হওয়া; কেবল যগেলোর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বধিান দয়ো হয়ছে সগেলো ছাড়া। তাই হারাম প্রাণীগলোকো নমিনোকোত তালকিয় সীমাবদ্ধ করা যায়:

এক: শূকর। কুরআন ও সুন্নাহর দ্বয়রথহীন দললিরে মাধ্যমে এটি হারাম এবং এটি হারাম হওয়ার সপক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়ছে।

দুই: প্রত্যকে তীক্ষ্ণ দাঁতধারী হিংস্র প্রাণী। যমেন: স্িংহ, বাঘ, চতিবাঘ, নকেড়ে, কুকুর প্রভৃতি।

তনি: প্রত্যকে থাবাধারী পাখি। যমেন: চলি, বাজপাখি, শকুন, ঙ্গল ইত্যাদি।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যকে তীক্ষ্ণ দাঁতধারী হিংস্র প্রাণী এবং প্রত্যকে থাবাধারী পাখিকে নষিধে করছেন।”[হাদীসটি মুসলমি (১৯৩৪) বর্ণনা করেন]

চার: গৃহপালতি গাধা।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি তনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবাররে বছর মূত’আ বিবাহ ও গৃহপালতি গাধার মাংস নষিধি করছেন।[হাদীসটি বুখারী (৫২০৩) ও মুসলমি (১৪০৭) বর্ণনা করেন]

পাঁচ: যে সব প্রাণী হত্যা করার নর্দিশে প্রদান করা হয়ছে। যমেন: সাঁপ, বচ্ছু ও ইঁদুর।



ছয়: নকিষ্ট প্রাণীসমূহ। কারণ হালাল বা হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ববিচেয মূলনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো উত্তম হওয়া বা নকিষ্ট হওয়া। শাফয়ী রাহমাহুল্লাহ এটাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ মূলনীতি গণ্য করছেন। এক্ষেত্রে দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“তিনি তাদের জন্য খারাপ জিনিসগুলো হারাম করেন।”[সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭]

এবং আল্লাহর বাণী:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ ۖ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

“তারা আপনার কাছে জানতে চায়, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে, আপনি বলুন: তোমাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে।”[সূরা মায়দা: ৪]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উটপাখরি মাংস হালাল। ফকীহরা বশে কয়েকটি স্থানে উটপাখরি মাংস হালাল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে:

ক. জবাই। কভাবে জবাই করা প্রাণীর জন্য আরামদায়ক সঠিক উল্লেখ করতে গিয়ে তারা বলছেন: যে প্রাণীর গলা ছোট তার গলায় জবাই করা হবে। আর যে প্রাণীর গলা লম্বা, তার গলদেশে জবাই করা হবে। যমেন: উট, উটপাখি ও রাজহাঁস। কারণ এভাবে জবাই করা রুহ বরে হওয়ার জন্য সহজতর।

খ. ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত প্রাণীর বদলা দান। শাফয়ী বলেন: ‘ইহরামরত ব্যক্তি যদি একটি উটপাখি শিকার করে তাহলে তার উপর একটি উট ওয়াজবি হবে।’[আল-উম্ম: (২/২১০)]

গ. উটপাখরি নানান অংশ হালাল হওয়া। ইবনে হাযম বলেন: “যে ব্যক্তি শপথ করেছে যে সে ডিম খাবে না, সক্ষেত্রে তার শপথ কেবল মুরগীর ডিম খলেই ভঙগ হবে। উটপাখি ও অন্য সকল পাখরি ডিম খলে ভঙগ হবে না। মাছের ডিম খলেও শপথ ভঙগ হবে না। এর কারণ যা আমরা ইতঃপূর্ববে উল্লেখ করেছি। এটি আবু হানীফা, শাফয়ী ও আবু সুলাইমানের মত।”[আল-মুহাল্লা: (৬/৩২৭)]

একটি ফায়দা:

ফাইয়ুমী বলেন:



نعامة শব্দটো নর-নারী উভয়ে ক্ষত্রে ব্ৰবহুত হয়, বহুবচনে نعام [আল-মসিবাহুল মুনীর: (পৃ. ৬১৫)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।